দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 FEB 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

02

আজ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

।। বুয়েট সংবাদদাতা।।

আজ শনিবার, জাঁকজমকের সঙ্গে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩১৮৫ জন প্রকৌশলীকে সনদপত্র প্রদান করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মূল বক্তা থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক।

১৯৬২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এটা তৃতীয় সমাবর্তন। ১৯৭৩ সালের ২০শে মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবর্তনে ২২২৪ জন প্রকৌশলীকে সনদপত্র দিয়েছিলেন।

প্রকৌশল ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৮

প্রকৌশল ঃ আজ সমাবর্তন

(১ম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালের ১২ই নভেম্বর।

এবারের 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠানে ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত যারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন তাদের ডিগ্রী প্রদান করা হবে। এই সময়কালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন ৬২৭৩ জন। এদের মধ্যে স্নাতক পর্যায়ের ৫৭৩০ জন ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৫৪৩ জন। সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন ৩১৮৫ জন।

সমাবর্তনের দিন ক্যাম্পাসে কর্মচারীদের প্রবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আজ ও আগামীকাল ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সমাবর্তন ও বুয়েট উৎসব উপলক্ষে ক্যাম্পাস উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে।

প্রেস ব্রিফিং

গতকাল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনার কক্ষে সমাবর্তন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ৬ মাসের প্রস্তুতি নিয়ে হতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, মূল সনদপত্রের অভাবে প্রকৌশলীরা বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবছর সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা গেলে এ ধরনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতো হতো না কাউকে।

সমাবর্তনে ব্যয় হবে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা।